দর্শনা সীমান্ত দিয়ে ১২ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা সীমান্ত দিয়ে ১২ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে বিজিবি-বিএসএফ কম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের হস্তান্তর করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবির) পরিচালক নাজমুল হাসান এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, আজ মঙ্গলবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এবং ৩২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের মধ্যে উপজেলার দর্শনা সীমান্ত মেইন পিলার ৭৬-এর কাছে শূন্য লাইনে কম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে একটি আনুষ্ঠানিক পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা বৈঠকে দর্শনা কম্পানি কমান্ডার সুবেদার আশরাফুল ইসলাম এবং ৩২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের গেদে কম্পানি কমান্ডার এ সি সুরন্দার সিং উপস্থিত ছিলেন।

পতাকা বৈঠকের আলোচনার এক পর্যায়ে, বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশকারী ১২ জন বাংলাদেশি নাগরিককে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) বিজিবির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করে। এদের মধ্যে ৯ জন পুরুষ, ২ জন নারী ও ১ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু রয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, ওই সব ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে সীমান্তের বিভিন্ন স্থান দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বসবাস করছিল।

নাজমুল হাসান আরো জানান, বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অংশ হিসেবে এ ধরনের পতাকা বৈঠক দুই দেশের মধ্যে আস্থা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করছে।

পরে তাদের দর্শনা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শহীদ তিতুমীর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ১২ জনকে দর্শনা থানায় হস্তান্তর করেছেন।

[redacted]

[redacted]

দর্শনা পৌর বিএনপি’র সম্বনয়ক ইয়াবাসহ আটকের ৪ ঘন্টা পর মুক্ত

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি’র নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে ৪০ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ দর্শনা পৌর বিএনপি’র সম্বনয়ককে আটক করছে।

জানা গেছে, গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি’র নেতৃত্বে দর্শনা ক্যাম্পের বিজিবি অভিযান চালায় দর্শনা পুরাতন বাজার টুকু মিয়ার ‘স’ মিলের সামনের দর্শনা-মুজিবনগর সড়কের পাকা রাস্তার উপর।

এ সময় দশর্না মুজিবনগর সড়কের উপর থেকে তাকে আটক করে। পরে তার মোটরসাইকেলের সিটের নিচ থেকে ৪০ পিচ ইয়াবা উদ্ধার করে। এ ঘটনায় স্থানীয় গণ্যমান্য লোকজন তার এ আটকের ঘটানাটি ষড়যন্ত্রমুলোক বলে তাঁকে ছেড়ে দিতে বিজিবি’র কাছে আবেদন করলে ৪ ঘন্টা ধরে বিজিবি ব্যাপক তদন্ত শেষে তাকে ছেড়ে দেন।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি’র কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্ণেল নাজমুল হাসান জানান, দশর্নার স্থানীয় নেত্রীবৃন্দ বিষয়টি ষড়যন্ত্রমুলোক ভাবে, কে বা কাহারা ফাঁসাতে এমনটি করেছে বলে জানান। এরপরও ব্যাপক তদন্ত শেষে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

দশর্না থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমাদের কাছে বিজিবি একটি লেখা নিয়ে এসে তদন্তের সার্থে আবার বিজিবি ক্যাম্পে চলে যায়। এছাড়া আর কিছুই জানি না। রামনগর গ্রামের লোকজন জানান, রেজাউল ইসলাম এর বিরুদ্ধে ইতোপুর্বে এ ধরনের কোনো অভিযোগ আমরা পায়নি।

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ছাত্র সমাবেশে জেলা আমীর রুহুল আমিন

চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের আমীর মোঃ রুহুল আমিন বলেছেন, ইসলামী আন্দোলনের সফলতার মূলমন্ত্র হলো পরিশ্রম করা। আগামী নির্বাচনে নতুন প্রজন্মের প্রথম ভোট দাড়িপাল্লার পক্ষে নেয়ার জন্য গ্রামে গ্রামে মহল্লায় মহল্লায় আমাদের ছড়িয়ে পড়তে হবে।

তরুণ প্রজন্মের কাছে তাদের সমস্যা জানতে হবে এবং তাদের সমস্যা সমাধানের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাদের ভোট দাড়িপাল্লার পক্ষে আনতে হবে। আমরা যাই বলি, যাই করি প্রকৃত পক্ষে আমরা স্বপ্ন দেখি তোমাদের মতো তরুণদের নিয়ে। তোমরা আমাদের ভবিষ্যত, তোমরা আমাদের অনুপ্রেরণা। তোমাদের এগিয়ে যাওয়া, তোমাদের সফলতা আমাদের খুশির কারণ। বাংলার এই জমিন ত্রুটি মুক্ত, বৈষম্য মুক্ত, চাঁদাবাজ মুক্ত তোমরা করতে চাও। বাংলার জমিন অপসাংস্কৃতির ছয়লাব থেকে বাঁচানোর জন্য তোমরা সবার আগে এগিয়ে যেতে চাও। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ আলী এবং উমরের উত্তসূরীর মতো হতে হবে। তোমাদের প্রতিটি কথা যেন মুক্তার মালার মতো হতে হবে। তোমরা এগিয়ে আসো, আমরা তোমাদের অপেক্ষায় আছি।

তিনি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ছাত্রসমাবেশে এ কথা বলেন।

গতকাল শুক্রবার সকাল ৯টায় দর্শনা পৌর অডিটোরিয়াম-কাম কমিউনিটি সেন্টারে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের আমীর ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জামায়াত ঘোষিত সংসদ সদস্য প্রার্থী বিশিষ্ট আয়কর আইনজীবি মোঃ রুহুল আমিন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নির্বাচন পরিচালক মাওলানা আজিজুর রহমান এবং জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী অ্যাডভোকেট মোঃ আসাদুজ্জামান আসাদ।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জামায়াতের জেলা প্রশিক্ষন সম্পাদক মোঃ জিয়াউল হক, ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক জেলা সভাপতি মোঃ মাহফুজুর রহমান, সাবেক জেলা সভাপতি হাফেজ মহাসিন, জামায়াতের দামুড়হুদা থানা আমীর নায়েব আলী, দর্শনা থানা আমীর মাওলানা রেজাউল করিম,

দর্শনা পৌর আমীর সাহিকুল আলম অপু, ইসলামী ছাত্রশিবিরের চুয়াডাঙ্গা সরকারী কলেজ শাখার সভাপতি পাভেজ আলম, দামুড়হুদা থানা সভাপতি আল ফাহাদ সবুজ, জীবননগর থানা সভাপতি রাসেল আহমেদ, দর্শনা পৌর সভাপতি লোকমান হোসেন প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেন শিবিরের জেলা সেক্রেটারী হাফেজ আমিরুল ইসলাম।

দর্শনায় বেশি দামে সার বিক্রি, ব্যবসায়ীকে লাখ টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে ধরা পড়লো অনিয়ম। মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশক ও অতিরিক্ত দামে সার বিক্রির দায়ে এক ব্যবসায়ীকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। নকল সন্দেহে জব্দ করা হয়েছে ৮ বস্তা সার, যা পরীক্ষার জন্য কৃষি দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।

রোববার (২৪ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা চালানো হয়। এসময় স্থানীয় মুদি দোকান ও সার-বীজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো তদারকি করা হয়।

অভিযানে মেসার্স কামরুল ট্রেডার্স-এ মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশক এবং নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে সার বিক্রির প্রমাণ মেলে। টিএসপি সারের নির্ধারিত দাম ১৩৫০ টাকা হলেও প্রতিষ্ঠানটি ১৮৫০ থেকে ২৩০০ টাকায় বিক্রি করছিল। এ অপরাধে মালিক মো. কামরুল হাসান-কে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৪০ ও ৫১ ধারা অনুযায়ী এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়, যা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা হয়েছে।

এছাড়া, প্রতিষ্ঠানের গুদাম থেকে নকল সন্দেহে ৮ বস্তা বাংলা টিএসপি সার জব্দ করা হয়। জব্দকৃত সার পরীক্ষার জন্য সদর উপজেলা কৃষি অফিসে পাঠানো হয়েছে। টেস্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

অভিযান চলাকালে বাজারের অন্যান্য ব্যবসায়ীদের প্রতি মূল্যতালিকা

হালনাগাদ রাখা, নির্ধারিত দামে পণ্য বিক্রি করা এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ও মানহীন কীটনাশক, সার-বীজ ও ঔষধ বিক্রি না করার জন্য কঠোর নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

এ অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন ক্যাব প্রতিনিধি মো. রফিকুল ইসলাম ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদার চিৎলায় ওপেন হাউজ ডে অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদার চিৎলায় ওপেন হাউজ ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকাল ৫ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে দামুড়হুদা মডেল থানার আয়োজনে এই ওপেন হাউজডে অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা আত্তাপ আলীর সভাপতিত্বে এসময় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবির, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সেকেন্ড অফিসার মেহেদী হাসান, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেম, দামুড়হুদা প্রেস ক্লাব সভাপতি শামসুজোহা পলাশ,
দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাবেক প্রচার সম্পাদক আশরাফুল আলম বাবলুর সঞ্চালনায় আরো উপস্থিত ছিলেন সদর ইউনিয়ন ৫ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক বকুল হোসেন, বিএনপি নেতা শফি মহুরি, যুবদল নেতা দেলোয়ার হোসেন, আলমগীর হোসেন, স্বপন,চিৎলা হাসপাতাল গেটের সামনের ফার্মেসী ব্যাবসায়ীবৃন্দ,আমন্ত্রিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ সকল শ্রেনীপেষার মানুষ।

আলমডাঙ্গায় ভিক্ষুকের টাকা চুরির এক ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার, দুই চোর গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় ভিক্ষুকের জমানো টাকা চুরির ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়েরের মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে চুরি হওয়া টাকা উদ্ধারসহ দুই চোরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১টা ৩০ মিনিটে আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জ বাজারের মদনবাবুর মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে এ টাকা উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা গ্রামের দলিরুর রহমানের ছেলে রাশেদুল ইসলাম রঞ্জু (৩৮) এবং মৃত খলিল হোসেনের ছেলে ভোলা হোসেন (৩৫)। পুলিশ জানায়, তারা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জেহালা গ্রামের মোছাঃ জোসনা খাতুন
(৬৮) নামের এক বৃদ্ধা ভিক্ষুক তার প্রতিবন্ধী ছেলে মোবারককে নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করেন। ভিক্ষার টাকাই ছিল তাদের একমাত্র ভরসা। গত ১৭ আগস্ট রাত ৮টার দিকে রাতের খাবার শেষে তিনি ও তার ছেলে বাজারে পান খেতে যান। এ সুযোগে দুর্বৃত্তরা ঘরের তালা ভেঙে টিনের বাক্সে রাখা তার জমানো ৫০ হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে যায়।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর টাকা না পেয়ে হতাশ বৃদ্ধা বুধবার রাতে আলমডাঙ্গা থানায় অজ্ঞাতনামা আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।

এরপরই আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাঃ মাসুদুর রহমান পিপিএম এর নির্দেশে এসআই (নিঃ) মোঃ আলমগীর হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম চৌকস অভিযান চালিয়ে মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে আসামিদের গ্রেফতার এবং ২৯ হাজার ৮০ টাকা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

স্থানীয়রা জানান, ভিক্ষুক জোসনার জীবনের সব সঞ্চয়ই ছিল ওই টাকা। পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপে টাকা উদ্ধারের ফলে তিনি স্বস্তি ফিরে পেয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গায় নানা আয়োজনে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদযাপন

‘অভয়াশ্রম গড়ে তুলি, দেশি মাছে দেশ ভরি’ এ শ্লোগানকে ধারণ করে চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে সোমবার (১৮ আগস্ট) সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের কোর্টমোড় ঘুরে আবার একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মিজানুর রহমান। সদর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বেলাল হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান ও চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বিপুল আশরাফ।

এছাড়া বক্তব্য দেন মৎস্য চাষি কামরুজ্জামান বাবলু, ফাইম মুনতাছির, মোহাম্মদ আলী ও আলিফ উদ্দিন। অনুষ্ঠানে মৎস্য চাষে অবদান রাখায় চারজন চাষিকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এতে সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, জেলার চার উপজেলার মৎস্য চাষি ও বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ অংশ নেন।

ভারত থেকে ফেরত আসা ২২

বাংলাদেশিকে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর

অবশেষে আপন ঠিকানায় ফিরলেন ভারত থেকে ফেরত আসা ২২ বাংলাদেশি নারী-পুরুষ। বৃহস্পতিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানা পুলিশ নিজ নিজ ঠিকানায় স্ব স্ব ব্যক্তির অভিভাবকের কাছে তাদের বুঝিয়ে দেয়।

এ সময় ভাই তার বোনকে, পিতা-মাতা তার সন্তানকে দীর্ঘদিন পর কাছে পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন।

এর আগে বুধবার ১৩ আগস্ট দুপুরে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি-বিএসএফ-এর পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের ফেরত দেয়।

পুলিশ ও ফিরে আসা ব্যক্তিরা জানান, মোটা টাকার বেতনের চাকরি ও কাজের প্রলোভন দেখিয়ে দালালরা দেশের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে তাদের অবৈধভাবে ভারতে পাঠিয়েছিল। দিশেহারা হয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই না পেয়ে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে কেউ ভারতের হায়দ্রাবাদে পার্লারের কাজে, কেউ উত্তর ও মধ্য প্রদেশে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

অবশেষে বুধবার ১৩ আগস্ট দুপুরে দর্শনা সীমান্তের ৭৬ নম্বর পিলারের পাশে বিজিবি-বিএসএফ কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের পর ২২ বাংলাদেশি নারী-পুরুষকে দর্শনা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে ফেরত আনা হয়। পরে তাদের দর্শনা থানা পুলিশের হেফাজতে রাখা হয়।

ফেরত আসা বাংলাদেশিরা হলেন নোয়াখালী জেলার সুমাইয়া খাতুন (১৯), বরিশাল জেলার মিম খাতুন (১৫), নোয়াখালী জেলার আইরিন খাতুন (১৭), নোয়াখালী জেলার উম্মেহানি সাবু (১৮), গাজীপুর জেলার মিম খাতুন (২০), খুলনা জেলার শাহিদা আক্তার (২৪), খুলনা জেলার আফরিন বিবি (৩০), বরিশাল জেলার আবেদা খাতুন (২০), নরসিংদী জেলার শিউলি বিবি (৩৩), চুয়াডাঙ্গা জেলার রওশনারা খাতুন (২৩), পিরোজপুর জেলার মুন্নি খাতুন (২৪), চট্টগ্রাম জেলার রোমান হক (২৪), শরীয়তপুর জেলার রাশেদ আলি (২৩), বাগেরহাট জেলার আলাউদ্দিন (২২), খুলনা জেলার আরিফ (৩১), নড়াইল জেলার হাবিব রহমান (৩৪), খুলনা জেলার তারেক (৩০), নড়াইল জেলার রোমান আজিজ (৩৫), ঢাকা জেলার

কৃষ্ণচন্দ্র রায় (২৬), ঢাকা জেলার সালাউদ্দিন (৫০), নওগাঁ জেলার সাথী পারভিন (৩৪) ও ঠাকুরগাঁও জেলার আরমান হোসেন (২৩)।

দর্শনা থানার ওসি মোঃ শহীদ তিতুমীর জানান, বিভিন্ন জেলার ২২ জন বাংলাদেশি নারী-পুরুষকে তাদের অভিভাবকের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি সাড়ে ১০ বছর পর আত্মসমর্পণ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনার সাইদুর রহমান সাবদার নামের এক ব্যক্তি হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন সাজা থেকে বাঁচতে সাড়ে ১০ বছর পালাতক থাকার পর আদালতে আত্মসমর্পণ করেছেন। পরে তাকে জেল হাজতে পাঠানো হয়।

আজ বুধবার (১৩ আগস্ট) দুপুরে তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন চাইলে বিচারক নামঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণের আদেশ দেন। বিকালে তাকে পুলিশ প্রহরায় জেলা কারাগারে নেওয়া হয়।
যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পালাতক সাইদুর রহমান সাবদার চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌর এলাকার দক্ষিণচাঁদপুর পাড়ার আহসান আলী আসানের ছেলে।

জানা যায়, ২০০৮ সালের ১১ ডিসেম্বর দুপুরে দর্শনা পৌর এলাকার দক্ষিণচাঁদপুর গ্রামের নাসিরকে একই এলাকার মনির ডেকে নিয়ে যায় কুড়িরমাঠের খেজুর বাগানে। বেশ কিছুদিন ধরে সাইদুর রহমান সাবদার গ্রুপের সাথে জোয়ার বোর্ডের টাকা তোলা নিয়ে বিরোধ চলছিল। সেই বিরোধের জের ধরে সাইদুরসহ ৮-১০ জন মিলে নাসিরকে কুপিয়ে হত্যা করে লাশ ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

এ ঘটনায় নিহতের ভাই বাদী হয়ে দামুড়হুদা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। সকল আইনি প্রক্রিয়া শেষে ২০১৫ সালের ১০ মার্চ তৎকালীন জেলা ও দায়রা জজ বিপ্লব গোস্বামী ৪ জন আসামির মধ্যে ২

জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করেন। এছাড়া ১০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও ২ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেন। অন্য দুইজনকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়।

রায় ঘোষণার পর থেকে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত সাইদুর রহমান সাবদার পলাতক ছিলেন। দীর্ঘ সাড়ে ১০ বছর পর সাইদুর চুয়াডাঙ্গা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক মোহাম্মদ আল-আমিন মাতুব্বরের আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন। আদালত জামিন নামঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণের আদেশ দেন।